No. of Printed Pages : 11

एम.टी.टी.-002

POST GRADUATE CERTIFICATE IN BANGLA-HINDI TRANSLATION PROGRAMME (PGCBHT)

00201

सत्रांत परीक्षा

दिसम्बर, 2018

एम.टी.टी.-002 : बांग्ला-हिन्दी अनुवाद : तुलना और पुनःसृजन

समय : 3 घण्टे *अधिकतम अंक : 100*

*नोट : **सभी** प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।*

1. निम्नलिखित में से किन्हीं ***दो*** प्रश्नों के उत्तर लगभग 300 शब्दों में लिखिए : *2×10=20*

   (a) बंगाल के नवजागरण संबंधी विमर्श में परंपरा बनाम आधुनिकता पर प्रकाश डालिए ।

   (b) भाषा के संदर्भ में ध्वनि से क्या तात्पर्य है, सोदाहरण समझाइए ।

   (c) हिन्दी और बांग्ला की निकटता का एक महत्त्वपूर्ण आधार भक्ति आंदोलन है, इस उक्ति की व्याख्या कीजिए ।

2. निम्नलिखित बांग्ला पदों/शब्दों के हिन्दी पर्याय लिखिए : 5

অল্প-বিস্তর, বোধ হয়, পইতে, মুখে-ভাত, টিকটিকি, দিনমণি, য়াস্তা, জাখি-খেকো, কামাই, অষ্টমংগলা

3. निम्नलिखित हिन्दी पदों/शब्दों के बांग्ला पर्याय लिखिए : 5

सैर-सपाटा, कुछ, बावजूद, कूड़ा-करकट, सज़ा, घराना, वापसी, भगोड़ा, समोसा

4. निम्नलिखित कहावतों/मुहावरों में से किन्हीं ***पाँच*** का हिन्दी अनुवाद करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए : $5 \times 3 = 15$

(a) অরন্যে রোদন

(b) অগ্নিমুর্তি হওয়া

(c) আগুন বর্ষণ করা

(d) আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারা

(e) এক তীরে দুই পাখী মারা

(f) এক হাতে তালি বাজে না

(g) কান পাতলা হওয়া

(h) ঘরের শত্রু বিভীষণ

(i) চোখে ধুলো দেওয়া

(j) ছোটো মুখে বড়কথা

5. निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किन्हीं *तीन* का हिन्दी में अनुवाद कीजिए : *3×15=45*

(a) জীবনযাত্রার মানের মূল্য বিভিন্ন ধরনের জীবনধারণের সক্ষমতা দিয়ে নির্দিষ্ট, প্রকৃত জীবনযাপনকেই বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে, কিন্তু অন্যান্য পথের সুযোগ কতটা আছে না আছে সেই প্রশ্নের মূল্য অস্বীকার করলে চলবে না । অন্য একটা, সম্ভবত আরো সহজবোধ্য উপায় হল, 'খ'-এর পথ যখন খোলা নেই তখন 'ক' বেছে নেওয়া আর 'খ' যখন লভ্য তখন 'ক' বেছে নেওয়া এ দুই এক ক্রিয়া নয়, দ্বিতীয়টি স্বতন্ত্র এক পরিশোধিত ক্রিয়া ।

একটা উদাহরণ হয়তো তফাতটা বুঝতে সাহায্য করবে, মনে করুন দুজন মানুষ-দুজনেই অনাহারে আছে-প্রথম জন উপায় নেই বলে (মেয়েটি গরিব), অন্যজন কিন্তু অনাহারটা বেছে নিয়েছে (ছেলেটি কোন বিশেষ ধর্ম বিশ্বাসী) । একদিক থেকে পুষ্টির হিসেবে দুজনেরই ক্রিয়াকর্মের সুফলপ্রাপ্তি, – দুজনেই অনাহারে আছে – ধরে নিই দুজনেরই এক অবস্থা । কিন্তু একজন করছে অনশন, অন্যজন নয় । ধার্মিক অনশনব্রতী অনাহারকেই বেছে নিয়েছে – গরিব মেয়েটির কিন্তু সেই সুযোগ ছিল না । কারণ, ভবনের শুদ্ধ পরিসরে ভাবলে ক্রিয়াকর্মের বর্ণনায় বিকল্প

সুযোগগুলির প্রসঙ্গ আসবে । সক্ষমতার ধারণা তাহলে অংশত প্রতিফলিত হবে পরিশোধিত ক্রিয়াকর্ম সনাক্ত করার মধ্য দিয়ে ।

বিপরীত মুখী ঘটনা হয়তো সব ব্যাপারেই ঘটে । একটি কুকুর সদ্যোজাতকে পাহারা দিয়ে রাখার ঘটনা যেমন ঘটে, অন্যদিকে ওই কুকুরের মুখে দেখা ।

জীবনানন্দ জন্মশতবর্ষ

কবির জন্ম 21 ফেব্রুয়ারি 1933

সবিনয় নিবেদন,

আগামী 1999 সালে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে কলকাতায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি জীবনানন্দ দাশের জন্মশতবর্ষ সারা বৎসর ধরে উদ্‌যাপন করতে চাই । সুমহান ও বৃহৎ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কবির জন্মশতবর্ষ যতখানি গুরুত্বের দাবি করে সেই গুরুত্ব ও মর্যাদার কথা বিবেচনা করে এবং আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষমতার কথা ভেবেই অনেকটা সময় হাতে নিয়ে আমরা কাজে নেমেছি । আমরা মনে করি, সর্বস্তরের মানুষের উপযুক্ত সাড়া পেলে কবির জন্মশতবর্ষের উৎসব একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্য বহন করবে । উৎসবের প্রস্তুতির কথা মাথায় রেখে এখনই আমরা কতকগুলি প্রাথমিক

কর্মসুচি গ্রহণ করেছি । সবার অবগতির জন্য সেই কর্মসুচির অংশবিশেষ নিচে দেওয়া হল । আপনার সমর্থন ও সহযোগিতা কাম্য ।

প্রাথমিক কর্মসুচি :

(i) জীবনানন্দ জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটির কেন্দ্রীয় শাখা গঠন ।

(ii) জীবনানন্দ জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে আঞ্চলিক কমিটি গড়ার উদ্যোগ গ্রহণ ।

(iii) কমিটির কেন্দ্রীয় শাখার উদ্যোগে একটি অস্থায়ী কার্যালয় স্থাপন ।

(iv) প্রাথমিক পর্বের খরচাদির জন্য তহবিল সংগ্রহ ।

(b) "ফুটবলারের আত্মসম্মানবোধ আছে বিশুবাবু, আমি কোনো দিন প্রসূনকে ফুটবল খেলতে বলিনি । সে নিজের আগ্রহে খেলে । আমি কোনো দিন তার খেলা দেখিনি । ফুটবল সম্পর্কে কোন কথা আমি শুনতে চাই না । আমার যা বলার বলে দিয়েছি ।"

বিদেশী অনেক কথা বাবাকে বলল, বাবা শুধু ঘাড় হেঁট করে একগুঁয়ের মতো মাথা নেড়ে গেলেন । নুটুদা, বিশুবাবু বাবাকে বোঝবার চেষ্ঠা করতে

লাগলেন । অবশেষে বিদেশী একটা কার্ড বাবার হাতে দিয়ে বলল, "এতে আমার ঠিকানা লেখা আছে । আপনি চিন্তা করুন । তারপর আমাকে চিঠি দেবেন । পেলে রিটায়ার করবে শিল্পিরী । আমরা সেই জায়গায় প্রসূনকে খেলাবো বলে এখনই ওকে তৈরী করে নিতে চাই ।"

বিদেশী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল । তার সঙ্গে সবাই । ফাঁকা ঘরে বাবা একা বসে, হাতে কার্ডটা । তারপর উঠে জানলায় এলেন । কার্ডটা কুচিকুচি করে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে দিলেন উঠোনে । একরাশ শিউলি ফুলের মতো কুচিগুলো ছ ড়িয়ে পড়ল ।

(c) ভাগিনী নিবেদিতাকে একবার প্রশ্ন-করা হয়েছিল, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের মধ্যে তফাত কী ? নিবেদিতা উত্তর দিয়েছিলেন, অতীতের পাঁচ হাজার বছরে ভারতবর্ষ যা কিছু ভেবেছে তারই প্রতীক শ্রীরামকৃষ্ণ, আর আগামী দেড় হাজার বছর ভারত যা কিছু ভাববে তারই অগ্রিম প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ ।

নিবেদিতার কথা যদি সত্য হয়, তাহলে স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধান দিবস পালন সত্যই প্রয়োজনহীন ।

মহা সমাধির দু'বছর আগে (এপ্রিল 1900) স্বামীজি তাঁর অনুরাগিনী মার্কিনী বান্ধবী মিস জোসেফিন ম্যাক্লায়াডকে আশ্চর্য এক চিঠি লিখেছিলেন আলমোড়া থেকে ।

আসন্ন বিদায়ের কথা মনে না থাকলে এমন চিঠি লেখা যায় কি না তা বিবেচনার ভার পাঠকের ওপরেই ছেড়ে দিতে চাই । কতবার যে স্বামীজির লেখা এই ক'টা লাইন পড়েছি আর হিসেব নেই, কিন্তু প্রতিবারেই বাণীটা নতুন মনে হয় । মনে হয় সমকালের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে মৃত্যুঞ্জয়ী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ অনন্তকালের সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন ।

স্বামীজি লিখছেন : "আমি যে জন্মছিলাম – তাতে খুশি; এতো যে কষ্ট পেয়েছি – তাতেও খুশি; জীবনে যে বড় বড় ভুল করেছি – তাতেও খুশি । আবার এখন যে নির্বাণের শান্তি-সমুদ্রে ডুব দিতে যাচ্ছি – তাতেও খুশি । আমার জন্যে সংসারে ফিরতে হবে, এমন বন্ধনে আমি কাউকে ফেলে যাচ্ছি না; অথবা এমন বন্ধন আমি কারও থেকে নিয়ে যাচ্ছি না । দেহটা গিয়েই আমার মুক্তি হোক, অথবা দেহ থাকতে থাকতেই মুক্ত হই, সেই পুরনো 'বিবেকানন্দ' কিন্তু চলে গেছে, চিরদিনের জন্য চলে গেছে – আর ফিরছেনা !"

(d) 'গজল' শব্দতি নিয়েই আমার কথা শুরু করি । গজাল শব্দটি আরবি । আরবি ভাষায় দুটি শব্দ পাওয়া যায় – গজলা: ও গজল । প্রথমটির অর্থ তুলো থেকে সুতো কাটা, দ্বিতীয়টির অর্থ শৃঙ্গারাত্মক কবিতা । এই দুটি শব্দ একে অন্যের পরিপূরক কিনা সে সম্বন্ধে কোনো নজীর পাওয়া যায় না ।

গজাল যিনি লেখেন তাঁকে লেখক না বলে – বলা হয় কথক অর্থাত সুতো কাটার মতো নৈপুন্যে শব্দের পাঁজ কেটে গজাল বানানো । পার্স্যদেশে এর বিশেষ উৎকর্ষ লাভ হয় । সেখানকার কবিরা প্রথমে হালকা ফুলকা ভাবধারাকে গজলে বুনতে থাকেন, এবং তখন ফার্সিতে তার পরিভাষা হয় প্রিয়ার কানে অর্থহীন এলোমেলো ভালোবাসার গুণগুনানি । দু লাইনের ছোটো ছোটো স্বয়ংসম্পূর্ণ কবিতামালার মধ্য দিয়ে ভালোবাসার আবেগ, মিলনের উচ্ছ্বাস – মিলন-শপথ, বিচ্ছেদ, শঙ্কা, বিরহ, হতাশা ইত্যাদি সব মূর্ত হয়ে ওঠে ।

গজলের কোনো শীর্ষ নাম থাকে না – গজলই বলা হয়, যে দু লাইনের স্বয়ংসম্পুর্ন কবিতাগুলিকে একটি ভাবনাকে স্ফটিকের মতো সংহত করে আলো ছড়ায়, সেগুলিকে বলা হয় 'শের' ।

(e) গত শুক্র ও শনিবার দেশ জুড়ে সমাগমে পালিত হল মহা মহা শিবরাত্রী । আর এই উৎসবকে ঘিরে হাজার হাজার শিব ভক্তরা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য দেবাদিদেব শিবের লিঙ্গে পূজা অর্চন করেছেন । কিন্তু এই বিশেষ দিন এক সম্প্রীতির বার্তা ফুটে উঠল কাশ্মীরউপত্যাকায় । কাজী নজরুল ইসলামের লেখা 'মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান কবিতাটি যে এখনও সত্যিই কিছু সংখ্যকে হলেও মানুষের মনে রয়ে গিয়েছে, সেই প্রমাণ আবার পাওয়া গেল ?

এদিন শিবরাত্রী উৎসবে সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে এলেন কাশ্মীরের মুসলমানরা । শ্রীনগর থেকে 25 কিমি দুরে বান্দিপোরে ঝিলম নদীর টায়রা সুম্বল শহরে শতাধি প্রাচীন শিব মন্দিরে পুজো করলেন সেখানকার স্থানীয় মুসলমানরা । জানা গিয়েছে, দেবাদিদেবের কাছে কাশ্মীর থেকে চলে যাওয়া পণ্ডিতদের বিষয়ে প্রার্থনাও করেন তাঁরা । জানা গিয়েছে, এক সময়ে এই কাশ্মীর উপত্যকার এই শহরে বসবাস ছিল পণ্ডিতগণের । কিন্তু সন্ত্রাস বেড়ে চলার ফলে নব্বই-এর দশক থেকে সব পণ্ডিতরা এই শহর ত্যাগ করে চলে যান । তবু শিবরাত্রীর দিন প্রতি বছর এই মন্দিরে অনেক পূন্যার্থী আসে ।

6. निम्नलिखित में से किसी ***एक*** का बांग्ला में अनुवाद कीजिए : *1×10=10*

(a) दोपहर को डिंडौरी पहुँचे । डिंडौरी बड़ा कस्बा है । यहाँ नर्मदा पार करने वाले ग्रामीणों का क्रम अबाध गति से चलता रहता है । सिर पर गठरी या कंधे पर काँवर लिए पुरुष और सिर पर लकड़ी का गट्ठर तथा पीठ पर बच्चे को बाँधे स्त्रियाँ पहले 'नर्मदा मैया की जय' बोलकर प्रणाम करते, फिर नदी में उतरते । फिसलन और तेज प्रवाह के कारण बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है । मुख्य धारा आने पर सब चौकस और चौकन्ने हो जाते हैं, सधे हुए पाँवों से या एक-दूसरे की बाँह पकड़कर धीरे-धीरे बढ़ते हैं । कैसा रोमांच है इसमें !

यह दृश्य मुझे मग्न रखता है । तीन दिन तक यही देखते रहे । फिर लौट आए । अमरकंटक से डिंडौरी तक की यह यात्रा सबसे कठिन होनी चाहिए थी, लेकिन यही सबसे आसान रही । आधे दिन का पहाड़, एक दिन का जंगल, फिर कुछ दिनों का सँकरा मैदान । नर्मदा जैसी असामान्य नदी भला सामान्य नियम क्यों मानने लगी ।

(b) साल में दो बार स्वामी सुखदेवजी महाराज कलकत्ता आते थे – एक बार उस समय जब बेलूर मठ वाले स्वामी नित्यानंदजी के आश्रम में भागवत सप्ताह मनाया जाता था और दूसरी बार सेठ गोवर्धनदास के आमंत्रण पर, जब उनके सीताराम मंदिर में त्रिदिवसीय अखंड रामायण का पाठ रखा जाता था । उस अवसर पर स्वामी सुखदेवजी महाराज का प्रतिदिन रामचरितमानस पर सांध्यकालीन प्रवचन होता था । स्वामीजी सप्ताह-भर कलकत्ता रहकर अपने सभी भक्तों का एक-एक दिन भोजन का आमंत्रण स्वीकार कर उन्हें कृतार्थ करते थे । जहाँ स्वामीजी के भोजन का आयोजन होता, वहाँ उनके कई स्थानीय भक्त बिना आमंत्रण भी पहुँच जाते । उनके मन में भाव रहता कि स्वामीजी के सान्निध्य में जितना समय बिताया जाएगा, उतने ही उनके पुण्य जाग्रत होंगे और उनका परलोक सुधर जाएगा । इस भावना के वशीभूत होकर ही वे स्वामीजी के इर्द-गिर्द मँडराते रहते थे ।